বিশ্ববিদ্যালয়

বেহাল উচ্চশিক্ষার দায় কার

ফাইল ছবি

মো. আশফিকুর রহমান

প্রকাশ: ২১ জুলাই ২০২৫ | ০০:২২

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একসময় যেসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি গঠনের কারিগর তৈরি করত, আজ তারাই নানা কারণে প্রশ্নবিদ্ধ। একদিকে মানহীন পাঠদান ও গবেষণার অভাব, অন্যদিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনিক অদক্ষতা; সব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা হারাচ্ছে তার গতি ও গৌরব। এই প্রেক্ষাপটে

প্রশ্ন উঠছে বা উঠতে পারে, এই বেহাল দশার জন্য দায়ী কে। রাষ্ট্র, নাকি শিক্ষক সমাজ নিজেই? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে কিছু কাঠামোগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার গভীরে।

রাষ্ট্রীয় অবহেলা এবং বৈষম্যমূলক নীতিই আমাদের উচ্চশিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সর্বোচ্চ ফল অর্জন করতে হয়। উচ্চতর ডিগ্রি যেমন এমফিল, পিএইচডি, বিদেশি প্রশিক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ এখন প্রায় বাধ্যতামূলক শর্তে পরিণত। অথচ এই উচ্চ যোগ্যতার বিনিময়ে যেই আর্থিক ও পেশাগত সম্মান পাওয়ার কথা ছিল, তা শিক্ষকদের ভাগ্যে জোটে না। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মাস শেষে যে বেতন পান, তা একই পদমর্যাদার একজন বিসিএস ক্যাডারের তুলনায় অনেক কম। অথচ শিক্ষককে পাঠদানের পাশাপাশি গবেষণা, প্রশাসনিক কাজ, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন, থিসিস তদারকি; এমনকি মাঝে মাঝে ক্লাসরুমে চেয়ার-টেবিল ঠিক করার দায়িত্বও নিতে হয়।

রাষ্ট্র তার আমলাদের জন্য যা কিছু দিয়েছে, শিক্ষকদের জন্য তার ছিটেফোঁটাও দেয়নি। রাষ্ট্রের এই অবহেলা শিক্ষক সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিক্ষক সমাজের একটি অংশ নিজস্ব দায়ও তৈরি করেছে। কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিজেদের পেশাগত দায়িত্বে উদাসীন হয়ে পড়ছেন। ক্লাস ঠিকমতো নেন না, গবেষণার কাজ করেন না, বরং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা কন্সালট্যান্সিতে ব্যস্ত থাকছেন। অনেকে প্রশাসনিক সুবিধা বা রাজনীতিঘেঁষা সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত এবং শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নে কার্যকর কোনো ভূমিকাও তারা রাখতে পারছেন না। এই প্রবণতা শিক্ষক সমাজকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং শিক্ষার মান আরও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও রয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগে সরকার ও আমলাদের আধিপত্য বাড়ছে। এই কারণে উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ অন্যরা শিক্ষার মান বৃদ্ধি বা বাজেট বাড়ানোর মতো উদ্যোগে ভূমিকা রাখতে পারছে না। কারণ তাদের একটা অংশ সরকার বা আমলাদের তোষামোদি করে নিয়োগ পেয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং আমলারা শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ নন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তাদের দৃশ্যমান

নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেছে বহুলাংশে। অনেক সময় একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের গবেষণামূলক কাজ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের কাছে অনুমোদনের জন্য দিনের পর দিন আটকে থাকার উদাহরণও আছে। অথচ সেই আমলারা উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কতটা জানেন– সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই সরকারি চাপ আর আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে বিশ্ববিদ্যালয় হারাচ্ছে তার স্বাতন্তর্য, স্বাধীনতা এবং জবাবদিহির জায়গা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ পেলে এক পক্ষ হামলে পড়ে– বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী করছে। কিন্তু র‍্যাঙ্কিংয়ে আসার জন্য তাদের যে সুযোগ-সুবিধা, গবেষণার ফান্ড দরকার, সেগুলো নিয়ে কোনো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করতে দেখি না। একটা গবেষণাকর্ম বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভালোমানের জার্নালে প্রকাশ করতে গেলে যে পরিমাণ আর্টিকেল প্রসেসিং ফি দেওয়া লাগে, তার ব্যবস্থা কে করবে? অন্যান্য সফটওয়্যার যদি বাদও দিই, শুধু টারনিটিনের মতো অতীব প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে– সেটা নিয়েও সন্দেহ বিদ্যমান।

অন্যদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন না এলে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব নয়। উচ্চশিক্ষাকে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে রাষ্ট্র বারবার ব্যর্থ হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে সিন্ডিকেটে দলীয় লোক বসানো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য– এ সবই শিক্ষার শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। রাষ্ট্র যদি সত্যিকার অর্থে উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন চায়, তবে তাকে প্রথমে শিক্ষকদের সম্মান এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক কাঠামোতে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে।

অবশ্যই শিক্ষকদের মধ্যেও আত্মসমালোচনার জায়গা আছে। সবাই নন, কিছু শিক্ষক নৈতিকতার বাইরে গিয়ে শিক্ষা পেশাকে অপমানিত করছেন। এই অংশটিকে আলাদা করতে হবে এবং পেশার মর্যাদা রক্ষায় শিক্ষক সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। উচ্চশিক্ষার সংকট নিরসনে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে নেতৃত্বের জায়গা থেকে; শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে আত্মশুদ্ধির পথে। দু'পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগেই গড়ে উঠতে পারে একটি প্রাণবন্ত, গুণগত ও মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।

মো. আশফিকুর রহমান: পিএইচডি গবেষক,
দ্য হংকং পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়